যুগান্তর
তারিখ
পৃষ্ঠা ৭ কলাম

ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে

গিয়াস উদ্দিন রিমন

ছাত্র রাজনীতি বন্ধে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আহ্বানে সাড়া মেলেনি। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায় সরকার আর অন্য দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহ বোধ করছে না। সরকারের নীতিনির্ধারকরা এখন সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র রাজনীতির প্রচলিত ধারার বদলে ইতিবাচক ধারার ছাত্র রাজনীতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। শিগগিরই নতুন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সরকারি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগরীসহ সারাদেশে ছাত্রদলের সংগঠন ঢেলে সাজানো হবে। চলতি মাসের শেষ নাগাদ ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রস্তুতি শুরু হলেও নতুন নেতৃত্ব বাছাই করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। কারণ 'ইতিবাচক ধারার' নতুন নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী তিনটি সুস্পষ্ট শর্ত দিয়েছেন : ১. অবশ্যই ছাত্র হতে হবে, ২. অবিবাহিত হতে হবে এবং ৩. সন্ত্রাসী হওয়া চলবে না। এছাড়াও মেধাবীদের অগ্রাধিকার দেয়ার পাশাপাশি 'বুড়ো'দের ছাত্রদল থেকে বিদায় করে দিতে বলা হয়েছে। নতুন কমিটি গঠনের ছাত্রদল : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

ছাত্রদল : ঢেলে সাজানো হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর) ক্ষেত্রে শর্ত পূরণকারী নেতাদের বর্তমান সাংগঠনিক পদ বা অবস্থানও বিবেচনা করা হবে। বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান গতকাল যুগান্তরকে বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ধরে রেখে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করতে নতুন প্রজন্মের যোগ্য নেতাদের হাতে অচিরেই ছাত্রদলের দায়িত্ব তুলে দেয়া হবে। আড়াই বছর আগে গঠিত ছাত্রদলের সর্বশেষ পিন্টু-লাল্টু কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াইশ'। কিন্তু তিনটি শর্ত পূরণ করে ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৫১ সদস্যের কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু কেন্দ্রীয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি হল শাখার নেতাদেরও বেশিরভাগের ছাত্রত্ব নেই। সর্বশেষ কমিটিতে ছাত্র আছে মাত্র ৪০ জনের মতো। জেলা, মহানগরী ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কমিটিগুলোর অবস্থা আরও করুণ। গত ছয় বছরে কেন্দ্রে এ্যানি-সোহেল, সোহেল-পিন্টু ও পিন্টু-লাল্টু তিনটি কমিটি হলেও মাঠ পর্যায়ের কমিটিগুলোর পরিবর্তন হয়নি। চট্টগ্রাম মহানগরী ও সিলেট জেলা কমিটির বয়স এক দশকের বেশি। ফলে মাঠ পর্যায়ের নেতাদেরও ছাত্রত্ব নেই। ঢাকা মহানগরী কমিটিতেও ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কমিটি গঠনকে সামনে রেখে এমনি অনেক সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্টরা ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের বিকল্প খুঁজছেন। তাদের সামনে আছে প্রকৃত ছাত্রদের নিয়ে ছোট্ট আকারের আহ্বায়ক কমিটি বা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠনের প্রস্তাব। আহ্বায়ক বা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটিকে চার থেকে ছয় মাসের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে, যে সময়ের মধ্যে তাদেরকে জেলা, মহানগরী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। এরপরই সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। ছাত্রদল থেকে বিদায়ী নেতাদের জায়গা করে দেয়া হবে যুবদলে। দেড় যুগের পুরনো যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দিয়ে ছাত্রদলের গত এক যুগের সাবেক নেতাদের নিয়ে যুবদলের নতুন কমিটি গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলছে।

বিএনপি আগেরবার ক্ষমতায় থাকাকালে '৯২ সালে ছাত্রদলের সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেবার কাউন্সিলরদের ভোটে রিজভী-ইলিয়াস কমিটি গঠিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল নিয়ে ডাবল মার্ডারের ঘটনায় কয়েক মাসের মাথায় সেই কমিটি ভেঙে দেয়ার পর মিলন-আলমসহ চারটি কমিটি হয়েছে কাউন্সিল ছাড়া। গত নভেম্বর থেকে সর্বশেষ কমিটির কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ইতিমধ্যে সভাপতি পদ থেকে নাসির উদ্দিন পিন্টুকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগরী কমিটি।

ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রী সনি নিহত হওয়ার পর ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রস্তাব দেন যে, সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য হলে তিনি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ নেবেন। রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশি নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষাপটে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর সরকারের নীতিনির্ধারকরা ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের সক্রিয় কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানকে ডেকে নিয়ে সারাদেশে ছাত্রদলকে নতুন করে সংগঠিত করার নির্দেশ দেন। তিনি গণমানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছাত্র রাজনীতির প্রচলিত ধারা ভেঙে 'ইতিবাচক ধারার' রাজনীতি শুরু করতে মেধাবী ও প্রকৃত ছাত্রদের হাতে ছাত্রদলের নেতৃত্ব তুলে দিতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থানা-জেলা-মহানগরী সব কমিটিতেই নেতৃত্বভার তুলে দিতে হবে ছাত্রদের হাতে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও নির্দেশনা পেয়ে আমানউল্লাহ আমান দ্রুত ছাত্রদলকে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সপ্তাহে তিনি কর্মিসভা করেছেন রাজধানীর প্রধান তিনটি ইউনিট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার কর্মীদের সঙ্গে। তিনি দলীয় চেয়ারপারসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে নতুন করে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম না থাকায় ঝিমিয়ে পড়া সারাদেশের নেতাকর্মীদের সক্রিয়ভাবে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, প্রকৃত ও মেধাবী ছাত্রদের হাতে ছাত্রদলের নেতৃত্ব তুলে দেয়া হবে, ছাত্রদল নেতাকর্মীদের অধিকতর দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন না হয়। বিএনপির নীতিনির্ধারকরা ইতিমধ্যে ছাত্রদলের বিগত চারটি কমিটি পর্যালোচনা করেছেন। আমানউল্লাহ আমান চারটি কমিটির কপি দলের চেয়ারপারসন এবং প্রথম যুগ্ম মহাসচিবকে পৌঁছে দেন। প্রথম যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান সিঙ্গাপুর থেকে গত রাতে